দু'রাকাত সলাতের মর্মকথা

শাইখ ড. আলী তানতাভী

অনুবাদ

ফয়সাল বিন কামরুজ্জামান

নিরীক্ষণ ও সম্পূরক আলোচনা সংযোজন

উস্তায মাহমুদ সিদ্দিকী

পাবলিকেশন

সম্পাদকীয়

'সলাতু রকআতাইন'—ড. আলী তানতাভী রহিমাহুল্লাহর একটি ছোট্ট রিসালা। গায়ে-গতরে ক্ষুদ্র হলেও ধারে-ভারে এর ওজন অনেক বেশি। সলাত বা নামাজের কথা বললেই প্রথমে আমাদের মাথায় আসে এর আহকাম বা বিধানাবলির কথা। মৌলিকভাবে নামাজের দুটি অংশ—আহকাম ও খুশু-খুযু। আহকাম যথাযথ হওয়ার পর প্রথমেই যে-বিষয়টি একজন নামাজির জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ—তা হলো, খুশু-খুযু বা বিনয়-নম্রতা। প্রতিটি ইবাদাতের রয়েছে গূঢ় তত্ত্ব ও মর্মকথা। নামাজের প্রতিটি আমলের গূঢ় তত্ত্ব ও মর্মকথা জানার মাধ্যমে খুশু-খুযু অবলম্বনের পথ সহজ হয়ে ওঠে। কিয়াম নামাজিকে কী বলতে চায়, রুকু কী বলতে চায়, সিজদা কী শেখাতে চায়—ড. আলী তানতাভী এ কথাগুলোই বলার চেষ্টা করেছেন। অল্পকথায় প্রতিটি আমলের বিবরণ ও মর্মকথা উল্লেখ করেছেন তিনি এতে। তুলে ধরেছেন সুন্দরতম দু'রাকাত সলাতের বিবরণ।

দু'রাকাত সলাতের বিবরণে লেখক সংক্ষিপ্ত দুটি সূরা—আসর ও মাউনের পাঠ ও অনুধাবন তুলে ধরেছেন। বইটির উপকারিতাকে আরও ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে আমরা চেয়েছি নামাজে বহুল পঠিত কুরআনুল কারিমের আরও কিছু সূরার মর্মকথা, পাঠ ও অনুধাবন সংযোজন করতে। এক্ষেত্রে শেষ দশটি সূরার একটি তো লেখকের মূল রচনার মধ্যেই ছিল; তাই পেনফিল্ড সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে আমাদের সিনিয়র সম্পাদক উস্তায মাহমুদ সিদ্দিকী সাহেব লেখকের ধারা অনুসরণ করে বাকি নয়টি সূরা সংযোজন করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় টীকায় প্রয়োজনীয় 'সম্পূরক আলোচনা' সংযোজন করেছেন তিনি। সূরাগুলোর মর্মকথা সংযোজনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাজ করা হয়েছে।

- সূরার পাঠ উল্লেখ করে সরল অনুবাদ উল্লেখ।
- শানে নুজুল উল্লেখ।
- সূরার নামকরণের কারণ নির্ণয়।
- বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও তাফসিরে না গিয়ে লেখকের ধারা অনুসরণ করে সংক্ষেপে মর্মকথা উল্লেখ।
- প্রতিটি সূরার অন্তর্নিহিত বার্তা ও তাদাব্বুর উল্লেখ।

আমাদের এ সংযোজনের মূল উদ্দেশ্য হলো—একজন নামাজি যেন এসব সূরা দিয়ে নামাজ পড়তে গেলেও তার মর্মকথা অনুধাবন করতে পারেন এবং নামাজের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন।

বইটির মূল অংশ অনুবাদের পর প্রাথমিকভাবে লেখকের তরফ থেকে মুহতারাম মুফতি ইমরান হোসাইন সাহেব সম্পাদনা করেছেন। পেনফিল্ড পাবলিকেশন পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার পর আমাদের সম্পাদনা পরিষদ অনুবাদকের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে উল্লিখিত সম্পূরক আলোচনা সংযোজন করে। অতঃপর পুনরায় কাজটির নিরীক্ষণ, সম্পাদনা ও বানান সংশোধনের কাজ করা হয়েছে আমাদের তরফ থেকে। সবমিলিয়ে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি ত্রুটিমুক্ত, সুন্দর, সুখপাঠ্য ও উপকারী করে বইটিকে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে। এরপরও যদি কোনো ভুলত্রুটি বিজ্ঞ পাঠকদের নজরে আসে, তবে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সেগুলো সংশোধনের জন্য অবশ্যই বিবেচনায় নেবো।

পরিশেষে রব্বে কারিমের দরবারে প্রার্থনা—বইটি আমাদের সলাতকে আরও একাগ্রচিত্ত, চক্ষুশীতলকারী ও প্রাণবন্ত করতে সহায়ক হয়ে উঠুক। আর এ-ওসিলায় এর লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, নিরীক্ষক, সম্পাদক-সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

~সম্পাদনা পরিষদ
পেনফিল্ড পাবলিকেশন

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

আমাদের সলাত **১১**

সলাতের পূর্বপ্রস্তুতি ১২

কিবলামুখী হবার রহস্য ১৩

তাকবিরে তাহরিমা বাঁধা ১৪

সানা পাঠের তাৎপর্য ১৪

আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পাঠের হাকিকত ১৫

সূরা ফাতিহা : পাঠ ও অনুধাবন **১৬**

সূরা মাউন : পাঠ ও অনুধাবন **২৪**

সারকথা ২৫

রুকু ও সিজদা **২৮**

সূরা আসর : পাঠ ও অনুধাবন **৩১**

তাশাহহুদ পাঠের তাৎপর্য ৩৪

দুরুদে ইবরাহীম ৩৫

দুআয়ে মাসুরা ৩৬

সলাত শেষে পরিবর্তিত অন্তর **৩৭**

দ্বিতীয় পর্ব

সূরা ফিল : পাঠ ও অনুধাবন **৩৯**

সূরা ফিলের সারকথা ৩৯

সূরা কুরাইশ : পাঠ ও অনুধাবন **৪২**

সূরা কুরাইশের সারকথা ৪২

সূরা কাওসার : পাঠ ও অনুধাবন **৪৪**

সূরা কাওসারের সারকথা ৪৫

সূরা কাফিরুন : পাঠ ও অনুধাবন **৪৮**

সূরা কাফিরুনের সারকথা ৪৮

সূরা নাস্‌র : পাঠ ও অনুধাবন **৫০**

সূরা নাস্‌রের সারকথা ৫০

সূরা লাহাব : পাঠ ও অনুধাবন **৫৩**

সূরা লাহাবের সারকথা ৫৩

সূরা ইখলাস : পাঠ ও অনুধাবন **৫৬**

সূরা ইখলাসের সারকথা ৫৬

সূরা ফালাক : পাঠ ও অনুধাবন **৫৮**

সূরা ফালাকের সারকথা ৫৮

সূরা নাস : পাঠ ও অনুধাবন **৬০**

সূরা নাসের সারকথা ৬০

প্রথম পর্ব

আমাদের সলাত

আমরা অধিকাংশ মানুষ যথাযথভাবে সলাত আদায় করি না। কিয়াম-বৈঠক ও রুকু-সিজদাগুলো আদায় করি দায়সারাভাবে। অথচ একজন চাকরিজীবী কোম্পানির বসের সামনে যেতে, সাধারণ শিক্ষক অধ্যক্ষের নিকটে যাবার সময়; এবং আমরা প্রত্যেকেই কোনো নেতা, মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সাক্ষাতের আগে সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করি। এসব ক্ষেত্রে আমরা এতটাই মনোযোগ ও গুরুত্ব প্রদান করি, যা সলাতের প্রস্তুতির তুলনায় বহুগুণ বেশি।

দুঃখজনক হলেও এ-নির্মম বাস্তবতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারব না। অথচ একজন ব্যক্তি সলাতরত অবস্থায় মহান আল্লাহ তাআলার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে। যিনি রাজাধিরাজ, সমস্ত কল্যাণের চাবিকাঠি যার নিকটে। প্রতিটি বিষয় যার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি তো এমন এক সত্তা, যিনি কিছু দিতে চাইলে তা রুখবার সাধ্য কারও নেই; আবার বঞ্চিত করতে চাইলে তা দেবার সাধ্য কারও নেই।

যদি কেউ বাদশাহর দরবারে হাজির হতে পারে, সে তার প্রয়োজন মন্ত্রী বা আমলার নিকট পেশ করার কথা চিন্তাও করে না। বরং মন্ত্রী ও আমলাগণ যার আজ্ঞাবহ, সেই বাদশাহর নিকট চাওয়া-পাওয়ার কথাগুলো বলে। তাহলে আমাদের ধ্যান-খেয়াল গাইরুল্লাহতে আচ্ছন্ন রেখে, ভিন্ন চিন্তায় নিজেকে মগ্ন

রেখে কীভাবে আমরা আল্লাহর দরবারে দাঁড়াই?

আমাদের অবস্থা এমন যে, আমরা মানুষের নিকট কল্যাণ লাভের আশা করি। আবার তাদের থেকে ক্ষতির শিকার হবারও ভয় পাই। অথচ আমাদের হৃদয়ে এটুকু জাগ্রত হয় না যে, আল্লাহর দিকে অভিমুখী হই, তাঁর সামনে সলাতে দাঁড়াই; যেসব বিষয় আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে—সেগুলো প্রার্থনা করি; যেসব বিষয় আমাদের ক্ষতি করে—তা থেকে রক্ষা পাওয়ার দুআ করি।

সলাতে আমাদের জবান যা তিলাওয়াত করে, হৃদয় সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না; আকল তা অনুধাবন করে না। যেন একপ্রকারে আমাদের সলাত কিছু শরীরচর্চা ও জিহ্বা সঞ্চালন ছাড়া কিছুই হয় না। সলাতের এই শারীরিক কসরতগুলো ইবাদাতের বাহ্যিক অবয়ব—একটি দেহ। এর মূল প্রাণ হলো খুশু (নম্রতা ও একাগ্রতা)। তাহলে কীভাবে আমাদের নিষ্প্রাণ দেহসদৃশ সলাত আল্লাহর নিকট পৌঁছবে? নিষ্প্রাণ নিথর দেহ কি কখনও উড়তে পারে?

প্রিয় পাঠক! আমি আপনাদের সমীপে পূর্ণতায় ভরা সেই সলাতের বিবরণ পেশ করব না, যা ছিল রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু-শীতলকারী; যে-সলাত দূরে রাখে অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে। যার প্রভাব সর্বদা বিরাজমান থাকে নামাজির চলনবলন ও স্বভাবচরিত্রে। আমি আপনাদেরকে সেই সলাতের কথা বলব না, যে-সলাত-আদায়কারী সত্যের পথে নির্ভীক থাকে খোদায়ি বলে; তবে আল্লাহর সম্মুখে নিজেকে বড়ো দুর্বল অনুভব করে। যার ফলে সে কারও প্রতি জুলুম করার কথা ভাবে না।

তবে হ্যাঁ, আমি আপনাদের কাছে ন্যূনতম একাগ্র সলাতের পরিচয় তুলে ধরব। যেখানে নামাজি পঠিত আয়াতের মর্মার্থ নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন এবং জবানে আওড়ানো কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে সচেষ্ট হবেন।

সলাতের পূর্বপ্রস্তুতি

মুয়াজ্জিনের আজান শোনার পর নামাজি ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করবেন। পর্যায়ক্রমে শরীর ও পরনের কাপড় পবিত্র করে নেবেন। পবিত্র জায়গা নির্ধারণ করবেন। প্রস্তুতি গ্রহণের সময় এ-কথাগুলো

করা হয়নি। এমনকি ইমাম শাফিয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাআলা এটি ব্যতীত কুরআনুল কারিমের অন্য কোনো সূরা যদি নাজিল নাও করতেন, তবু তা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত।"[১২]

কুরআনুল কারিমের মুজিযা এটাই যে, এসকল নির্দেশাবলি মাত্র ছোট্ট তিনটি আয়াতের মধ্যে জমা করা হয়েছে। সেই সূরাটি হলো সূরা আসর।

সূরা আসর : পাঠ ও অনুধাবন

وَ الْعَصْرِ. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ. اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

মহাকালের শপথ! সমস্ত মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং উপদেশ দেয় ধৈর্যের।

আছর শব্দের অর্থ বর্ণনায় আমি সেসব মতামত উল্লেখ করব না, যা অন্যরা তুলে ধরেছেন; এর অর্থ কি যুগ, আছরের ওয়াক্ত নাকি আছরের সলাত? আল্লাহ আমার অন্তরে অন্য একটি অর্থ ঢেলে দিয়েছেন। আছর বলতে মহাকাল বা সময়কে বোঝানো হয়েছে। কেননা প্রতিটি মানুষ কালের পরিক্রমায় ক্ষতিতে নিপতিত হয়।

সময়ের সাথে মানুষের বয়স কমতে থাকে। ৭০ বছর হায়াতের জন্য যদি কোনো গণনাযন্ত্র থাকত, তবে এক বছর অতিবাহিত করার পর তা থেকে এক বছর কমিয়ে দিত। এভাবে মানুষের যৌবন হারিয়ে যায়, শক্তি ফুরিয়ে আসে। অতঃপর কালের আবর্তে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। সবকিছু নিঃশেষ হয়ে আসে। একসময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তখন ঈমান ও নেক আমল

[১২] মাহমুদ আলুসী, রুহুল মাআনি ফি তাফসিরিল কুরআনিল আজীম : ১৫/৪৫৭। –সম্পাদক

তাই এর মধ্যে কখন কী পড়তে হবে, কী দুআ করতে হবে—এও নির্ধারিত। সলাতের মধ্যে নিজের খেয়ালখুশিমতো দুআ করার সুযোগ নেই। তাই নবীজির শেখানো দুআ পড়তে হবে।

আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহু আনহু নবীজিকে আরজ করেন, সলাতে (শেষ বৈঠকে) পাঠ করার জন্য আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, এই দুআ পড়বে—

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِن عِندِكَ، وارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি নিজের প্রতি অত্যধিক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া গুনাহ-খাতা কেউ ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখে না। অতএব, আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হতে ক্ষমা করে দিন; এবং আমার প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয় আপনিই অতীব ক্ষমাশীল, চিরদয়ালু।[১৬]

এভাবে দুআর মাধ্যমে তিনি নিজের ও সকল মুসলিমের জন্য প্রার্থনা করবেন।

সলাত শেষে পরিবর্তিত অন্তর

অতঃপর সালামের মাধ্যমে সলাত শেষ করবেন। এরপর পূর্বের চাইতে ভিন্ন এক পরিবর্তিত অন্তর নিয়ে তিনি জাগতিক কাজকর্মে মনোনিবেশ করবেন। এমন এক অন্তর নিয়ে ফিরবেন, যেখানে বিরাজ করবে ঈমানের সুমিষ্টতা ও রবের সাথে একান্তে আলাপনের সুখময় স্বাদ। তার অন্তরে কুরআনের মর্মার্থগুলো প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। আল্লাহর স্মরণ সদা জাগরূক থাকবে। আল্লাহভীতি ও ঈমানী শক্তি নিয়ে তিনি ফিরবেন। যে-অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে একাগ্রচিত্তে সলাত আদায়ের কারণে।

---

[১৬] সহিহুল বুখারী : ৮৩৪, ৬৩২৬; সহিহ মুসলিম : ২৭০৫

পাঠকদের সুবিধার্থে প্রথম পর্বের পর বর্ধিত অংশে আমাদের পক্ষ থেকে সলাতে নিত্যপাঠ্য সহজ ও ছোটো কয়েকটি সূরার মূলপাঠের সাথে মর্মার্থ বা সারআলোচনা সংযোজন করা হয়েছে।

সংযোজন

উস্তায মাহমুদ সিদ্দিকী

দ্বিতীয় পর্ব

সূরা ফিল : পাঠ ও অনুধাবন

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ . أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ .
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ . تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ . فَجَعَلَهُمْ
كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ .

আপনি কি দেখেননি, আপনার রব হস্তিবাহিনীর সাথে কীরূপ আচরণ করেছিলেন? তিনি কি ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেননি? তিনি ওদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি ছেড়ে দিয়েছিলেন, যারা ওদের ওপর নিক্ষেপ করছিল পোড়ামাটির পাথর। এভাবে তিনি ওদেরকে (নিঃশেষ) করে দেন খেয়ে-ফেলা ভুসির মতো।

সূরা ফিলের সারকথা

(فيل) 'ফিলুন' অর্থ—হাতি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের মাত্র পঞ্চাশ দিন আগে এই সূরার প্রেক্ষাপট ঘটেছিল। ইয়ামানের শাসক আবরাহা রাজধানী সানআয় একটি গির্জা নির্মাণ করে। উক্ত গির্জাকে কাবার মতো সম্মানিত ও ধর্মীয় কেন্দ্রবিন্দু বানাতে উঠেপড়ে লাগে। বাইতুল্লাহর পরিবর্তে সেখানে গিয়ে হজের ঘোষণা জারি করে। এই ঘটনায় বাইতুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকা কুরাইশরা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়। এর

সূরা কাওসার : পাঠ ও অনুধাবন

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ . إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

(হে প্রিয় নবী,) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দান করেছি কাওসার। অতএব, আপনি আপনার রবের (সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য) সলাত পড়ুন এবং কুরবানি করুন। যে আপনার শত্রু, নিশ্চয়ই সে শেকড়-কাটা (নির্বংশ)।

সূরা কাওসারের সারকথা

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। কয়েকজন জন্মের পর ইন্তিকাল করেন। এজন্য আস বিন ওয়ায়িল-সহ কোনো কোনো কাফির নবীজিকে 'আবতার' বা নির্বংশ বলে কটাক্ষ করতো। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা এ-সূরাটি নাজিল করেন।

কাওসার (كوثر) অর্থ দুটি।

১. হাউজে কাওসার।

কাওসার হলো জান্নাতের একটি নহর।[১৯] যার দু'ধারে রয়েছে ফাঁপা মুক্তার গম্বুজ। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখিরাতে এই নহর দেওয়া হবে। নবীজি তাঁর উম্মাতকে এই নহরের পানি পান করাবেন। তারকারাজির সমপরিমাণ হবে এর পেয়ালার সংখ্যা। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা

[১৯] হাউজে কাওসারের অবস্থান কোথায়? এ-নিয়ে দু'ধরনের বিবরণ পাওয়া যায়। কিছু বর্ণনামতে, এর অবস্থান হাশরের মাঠে। তবে, অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী নহরটি জান্নাতের মধ্যে থাকার বিষয়টি প্রমাণিত। হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী-সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিস এ দুই বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করেছেন এভাবে—মূল নহর বা ঝরনাটি জান্নাতের মধ্যেই থাকবে। সেখান থেকে হাশরের ময়দানে একটি হাউজে এসে পানি জমা হবে। সহিহ মুসলিমের একটি বর্ণনা থেকেও এর দলিল পাওয়া যায়। [সহিহ মুসলিম : ২৩০০] উভয়টিই হাউজে কাওসার। [ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী : ১১/৪৬৬]